দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ০৫ NOV ২০১৭
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

পছন্দের শীর্ষে নেই সরকারি স্কুল

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তি মৌসুম নভেম্বর ও ডিসেম্বর। এ সময় প্রিয় সোনামণিকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর দীর্ঘ প্রস্তুতি নেন তাদের অভিভাবকরা। মানসম্পন্ন পাঠদান আর পরিবেশ খুঁজতে গিয়ে স্কুলে ভর্তির বিড়ম্বনায় পড়েন। কিছু বেসরকারি স্কুল অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করতে পারলেও পিছিয়ে সরকারি স্কুল। রাজধানী, বিভাগীয় এবং জেলা শহরের স্বনামধন্য স্কুলে ভর্তি অভিভাবকদের কাছে যেন সোনার হরিণ।

সরকারি স্কুলে আবেদন নেওয়া হবে কয়েক দিন পরই। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া শুরু করেছে। রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তির ফরম বিতরণ আজ রবিবার থেকে। প্রাক-প্রাথমিকের ভর্তির জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে ১৮ ডিসেম্বর। এ দিন অনুষ্ঠিত হবে প্রথম শ্রেণির ভর্তির লটারি। শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন নেওয়া শুরু হবে আজ থেকে। ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ থাকবে। ৮ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে তৃতীয় শ্রেণির ভর্তির আবেদন নেবে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। এ ছাড়া ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ২৫ অক্টোবর থেকে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত। আবেদন জমা নেবে ১২ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

শিক্ষাবিদ আর অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সন্তানদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিত করতে নানা পন্থা বেছে নিচ্ছেন অভিভাবকরা। কারো শিশুর বয়স বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার কেউ নতুন জন্ম সনদ নিয়ে বয়স কমিয়ে নিচ্ছেন। কেউ পছন্দের স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করতে না পেরে পরের বছরের জন্য অপেক্ষা করছেন। ভর্তির মৌসুমে অভিভাবকদের নির্ঘুম রাত কাটে। দিনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোচিংয়ে ছোটাছুটি; রাতে বাসায় পড়ানো– এমন এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

পছন্দের শীর্ষে নেই

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চাপে পিষ্ট কোমলমতি শিশুরা। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় বেড়ে যাচ্ছে শিক্ষাবাণিজ্য। বাড়ছে ধনী-গরিবের লেখাপড়ায় বৈষম্য। অধিকতর শিক্ষাব্যয় বহনে পিছিয়ে আছে মধ্য-নিম্নবিত্ত আয়ের অভিভাবকরা।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোয়। গতকাল একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে আস্থাহীনতায় সরকারি স্কুলগুলোর প্রতি আকর্ষণ নেই অভিভাবকদের। বেসরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বিকল্প হিসেবে বেছে নেন সরকারি স্কুল। এমন বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্টরা। তাদের বক্তব্য, নামিদামি স্কুলে সন্তান লেখাপড়া করলে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে– এমন ধারণা থেকেই অভিভাবকরা সরকারি স্কুলবিমুখ।

তেজগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনে ইচ্ছুক অভিভাবক শাহদীন আলম আমাদের সময়কে বলেন, তার সন্তানের জন্য মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল থেকেও ফরম নেবেন। কোনো কারণে ওখানে ভর্তির সুযোগ না হলে সরকারি স্কুলে পড়াবেন ছেলেকে। আরেক অভিভাবক তাসলিমা খানম জানান, সরকারি স্কুলে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। শিক্ষক থাকেন না। বাচ্চাদের জন্য নেই কড়া শাসন। সরকারি বলে শিক্ষকদের আর ছাত্রছাত্রীদের ফল নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। তাই বাধ্য হয়েই বেসরকারি ভালো স্কুলে দৌড়াতে হয়। নামিদামি স্কুলে সন্তানের লেখাপড়া করালে কি সামাজিক মর্যাদা বাড়ে– এমন প্রশ্নে এ অভিভাবক জানান, সবাই তো স্ট্যাটাসের জন্য যায় না। ভালো লেখাপড়া হয় বলে বেসরকারি স্কুল পছন্দ। রাজধানীর সরকারি ভালো স্কুলগুলোর অন্যতম মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে ভর্তির আবেদন করবেন একজন সরকারি চাকরিজীবী। নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান, তিনিও মতিঝিল আইডিয়াল থেকে ফরম নেবেন। এ স্কুলের এক শিক্ষক আক্ষেপ করে প্রতিবেদককে বলেন, নামিদামি বেসরকারি স্কুলে সন্তান পড়ালেখা করলে অভিভাবকরা গর্বিত বোধ করেন। ফল ভালো হলেও সরকারি স্কুলে আসতে চান না।

কেন আস্থার জায়গায় নেই সরকারি স্কুল– জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, সব সরকারি স্কুলে লেখাপড়া খারাপ হয়, এমন অভিযোগ সঠিক নয়। অনেক সরকারি স্কুল, বিশেষ করে জেলা সদর এবং রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে ভর্তিতে অনেক প্রতিযোগিতা হয়। শিক্ষক সংকটের অভিযোগ কিছুটা সত্য। কারণ দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ আছে।

শিক্ষাবিদ প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও থাকবে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ। এটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বাণিজ্যিকীকরণ বেড়ে যাচ্ছে। ধনী-গরিবের লেখাপড়ায় বাড়ছে বৈষম্য। অধিকতর শিক্ষাব্যয় বহনে পিছিয়ে যাচ্ছে মধ্য-নিম্নবিত্ত আয়ের অভিভাবকরা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরীতে তিনটি ফিডার শাখাসহ ৩৮টি সরকারি এবং ৪৫৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে মাত্র ১ হাজার ৬৮০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অন্যান্য শ্রেণিতে ১০ হাজার ২৩৭টি ভর্তির আসন রয়েছে। তবে বেসরকারি স্কুলের সঠিক আসনের পরিসংখ্যান নেই।